তারিখ ..18 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ১৩... কলাম.... 2......

কালের কণ্ঠ

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের শিক্ষামন্ত্রী

দাবির আগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

২১৫ উপজেলার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের গতকাল শনিবার মোটরসাইকেল ও ল্যাপটপ হস্তান্তর করা হয়। এ উপলক্ষে সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি একসেস অ্যান্ড এনহান্সমেন্ট প্রজেক্টের (সেকায়েপ) কর্ম সম্পাদনসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হয় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের এলজিইডি মিলনায়তনে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

কিন্তু অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপজেলা শিক্ষা অফিসাররা তাদের নিত্যনতুন দাবি-দাওয়া নিয়ে সরব হোন। একাধিক কর্মকর্তা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'আমাদের দিকে একটু নজর দিন। আমাদের সিলেকশন গ্রেড প্রদানে সদয় হোন।' অনুষ্ঠানের শুরু হতে না হতেই দাবি-দাওয়া তোলায় মন্ত্রীও তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষা অফিসারদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনাদের চাকুরি অস্থায়ী ছিল। সম্প্রতি তা সরকারীকরণ করা হয়েছে। এরপর আবার বেতন বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু একবারও আপনারা এ ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন না। প্রধানমন্ত্রীকে একটা ধন্যবাদও দিলেন না। আবার বললেন, নজর দিতে। আমরা নজর না দিলে এতসব পেলেন কিভাবে? দাবি জানানোর আগে কিছুটা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে হয়। আপনাদের চাকুরি স্থায়ীকরণ করার আগে ও পরে অনেকেই বলেছেন, আপনাদের মাথা থেকে নামানো যাবে না। এখন তো তাই দেখছি।'

মন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় বিপুলসংখ্যক শিশু স্কুলের বাইরে ছিল। উপবৃত্তি, বিনা মূল্যে বই, স্কুল ফিডিংসহ নানা পদক্ষেপে প্রায় শতভাগ শিশুকে স্কুলে আনা সম্ভব হয়েছে। এমনকি আমরা ছেলেমেয়ের সমতাও অর্জন করেছি। প্রাথমিকে ৫১ ও মাধ্যমিকে ৫৩ শতাংশ মেয়ে শিশু অধ্যয়ন করছে।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'স্কুলে গেল, কিন্তু মানসম্পন্ন শিক্ষা পেল না, তাহলে কে সে? যদি ছাত্র বলতে হয়, তাহলে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। মানের উন্নতি ছাড়া কোনো জাতি উন্নত হতে পারে না। দেশ কী? দেশ তো মানুষ, জায়গা নয়। আমাদের অনেক মানুষ আছে। এই মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের সঙ্গে কেউ পারবে না।'

অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জানান, 'শিক্ষকরা আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র। অন্যান্য সরকারি চাকুরেদের সঙ্গে আমরা আপনাদেরও (শিক্ষকদের) বেতন বাড়িয়েছি। কিন্তু এটাকে আপনারা সম্মানজনক মনে করছেন না। তাই বেতন বৈষম্য দূরীকরণসংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। আর সরকারও এ ব্যাপারে আন্তরিক।' মন্ত্রী সেই কমিটির বৈঠক বা সিদ্ধান্তের আগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কোনো ধরনের আন্দোলনে না যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।